দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ....

NOV 25 2002

যশোর উপশহর কলেজ

ডোনেশনের নামে উৎকোচ নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের পাঁয়তারা

কুতুবউদ্দৌলাহ্‌, যশোর অফিস : যশোর উপ-শহর কলেজে ডোনেশনের নামে উৎকোচ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের পাঁয়তারা চলছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সফল হলে কলেজটির ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত দাঁড়াবে ৬:১। বিষয়টি এখন টক অফ দ্য টাউন।

কলেজটির বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ৪শ' ৪৯। এর মধ্যে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগ মিলে ১শ' ৬৩ জন, দ্বাদশ শ্রেণীতে উল্লিখিত বিভাগসমূহে ২শ' ৪৩ জন। এছাড়া ডিগ্রিতে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য মিলে ৪৩ জন ছাত্র রয়েছে। তাদের পাঠদানের জন্য শিক্ষক আছেন ৩৯ জন। বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের অনুপাত ১১:১। অনুমোদিত নিয়ম অনুসারে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত হওয়ার কথা ১:৪০।

কলেজটি সুষ্ঠুভাবে চলে আসছিল; কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অনিয়ম বাসা বেঁধেছে। অভিযোগ উঠেছে, কলেজে বিনা প্রয়োজনে আরও ৩৩ জন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ডোনেশনের নামে মোটা অংকের ঘুস নিয়ে পকেট ভারি করার উদ্দেশ্যেই শিক্ষক নিয়োগের পাঁয়তারা চলছে।

ইতোমধ্যে যশোর থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকের ৩০শে অক্টোবরের সংখ্যায় আবশ্যক বিজ্ঞপ্তিও ছাপানো হয়েছে। ওই

পাঁয়তারা : পৃঃ ২ কঃ ৪

পাঁয়তারা : শিক্ষক নিয়োগের

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞপ্তিতে ইংরেজি, বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামিক স্ট্যাডিজ, সমাজবিজ্ঞান, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রত্যেকটিতে ২ জন করে এবং অর্থনীতিতে ৩ জন, মার্কেটিংয়ে ১ জন এবং কম্পিউটারে ১ জন প্রভাষক পদে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বড় রকমের একটি অনিয়ম চলছে তার প্রমাণ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সৃষ্টি করেছে। বর্তমান আবশ্যক বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের আগে যশোর থেকে প্রকাশিত আরও একটি দৈনিকে যে আবশ্যক বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয় তাতে উল্লিখিত পদগুলোতে ১ জন করে প্রভাষক নিয়োগের দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছিল।